

বানান সতর্কতা (যেসব শব্দের বানান ভুল হতে পারে)

অক্ষর, নির্ঝর, অবিরাম, পাহারা, অন্তর, আনন্দ, প্রাণ, অপব্রূপ, নূপুর, উদাস, স্বপ্ন, রূপকথা, জেউ, আত্মীয়, প্রিয়, ভাষা, আশা, বিমোহিত, পাথর, শিলালিপি, যুদ্ধ।

## কর্ম-অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান



শিক্ষকের সহায়তায় নিজে করি



ক ▶ তোমার পূর্বে পড়া বাংলা ভাষা বিষয়ক একটি গল্প বা কবিতা অবলম্বনে একটি রচনা তৈরি কর (একক কাজ)। ● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-১০৩

উত্তর : ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমি বাংলা ভাষা বিষয়ক 'ফাগুন মাস' কবিতাটি পড়েছি। এ কবিতা অবলম্বনে একটি রচনা নিচে দেওয়া হলো—  
[রচনা অংশের 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' রচনা দ্রষ্টব্য।]

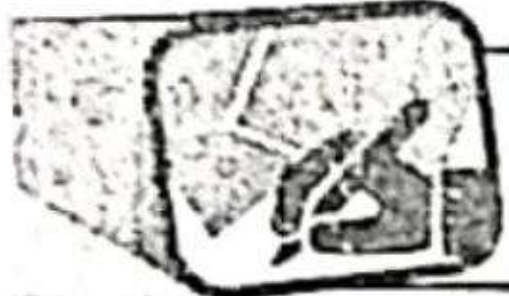
খ ▶ ভাষা-আন্দোলন নিয়ে রচিত কবিতাসমূহ সংগ্রহ করে একটি দেয়ালিকা প্রকাশ কর (দলীয় কাজ)। ● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-১০৩

উত্তর : ভাষা আন্দোলনের কবিতা দিয়ে যদি দেয়াল পত্রিকা করতে চাও, তাহলে সেই বিষয়ে বিভিন্ন জনের লেখা ভাষা-আন্দোলনের কবিতা সংগ্রহ কর।

আর দেয়ালিকা কীভাবে তৈরি করতে হয়? তা আর একবার পড়ে নাও, তোমার এই বইয়ের 'লেখার একুশে' গল্পের 'খ'-এর আলোচনাটি।

# বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারে খোঁজ নিতে পার 'ভাষা আন্দোলনের কবিতা' বইটির জন্য। সেখানে অনেক কবিতা পাবে।

# তুমি বিভিন্ন ক্লাসের বাংলা প্রথম পত্র বই-এ (প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত) খোঁজ নিয়ে দেখ, অনেক কবিতা পেয়ে যাবে। সেগুলোর বিষয়বস্তু ভাষা আন্দোলন।



## অনুশীলন



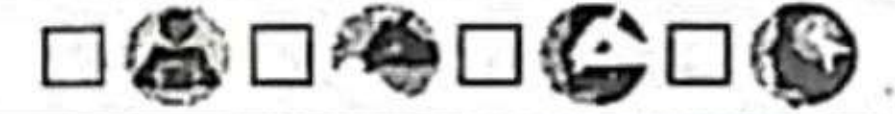
সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি—এ তিনটি অংশে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি অংশে মাস্টার ট্রেনার প্যানেল প্রণীত প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

## অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর



পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি



### বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (●) ভরাট কর :

- 'এই অক্ষরে' কবিতায় কাকে মনে পড়ার কথা বলা হয়েছে?  
ক) প্রিয়জনকে ● মাকে গ) দেশকে ঘ) ভাষাকে
- 'এই অক্ষর যেন নির্ঝর / ছুটে চলে অবিরাম'—চরণটির দ্বারা কবি বুঝিয়েছেন—  
i. মাতৃভাষায় আমরা অতীত ইতিহাস জানি  
ii. বর্তমানকে আমরা মাতৃভাষায় বুঝতে পারি  
iii. আমরা ভবিষ্যতের স্বপ্নও বুনি মাতৃভাষায়  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i গ) ii ঘ) ii ও iii ● i, ii ও iii
- কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :  
(১) বাংলার গল্প বাংলার গীত  
শুনিলে এ চিত্র সদা বিমোহিত  
(২) সুখে দুঃখে তারা এসে মোর পাশে  
তোষে সদা মোরে মধুর সন্ডাষে
- ১ নং পঙক্তিতে 'এই অক্ষরে' কবিতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?  
● ভাষাপ্রীতি গ) প্রকৃতিপ্রীতি ঘ) মর্ত্যপ্রীতি ঙ) স্বদেশপ্রীতি
- ২ নং পঙক্তির বক্তব্য নিচের কোন চরণ/চরণসমূহে প্রকাশ পেয়েছে?  
i. এই অক্ষরে / ডাকনাম ধরে / ডাক দেয় বুঝি কেউ  
ii. এই অক্ষর / আত্মীয়-পর / সকলের কাছে টানে  
iii. এই অক্ষরে / মাকে মনে পড়ে / মনে হয়ে যায় নদী  
নিচের কোনটি সঠিক?  
● i ও ii গ) i ও iii ঘ) ii ও iii ঙ) i, ii ও iii

### সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ | আর তাই তো কখনো আমি পড়তে দিই নি খুলো, এই কালো  
এ-কারে আ-কারে

তারা যেন ক্ষেতের সোনালি পাকা ধান, থোকা থোকা  
পড়ে থাকা জুই।

তোমার জন্য জয় করেছি একটি যুদ্ধ  
একটি দেশের স্বাধীনতা।

- ক. কঠিন পাথরে কী লেখা হয়? ১
- খ. 'এই অক্ষরে— মাকে মনে পড়ে' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?— ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকের 'তারা'— 'এই অক্ষরে' কবিতার কিসের সাথে তুলনীয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের শেষ দুটি চরণে 'এই অক্ষরে' কবিতার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবার্থ ফুটে উঠেছে।— উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪



### ১নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. কঠিন পাথরে শিলালিপি লেখা হয়।
- খ. মায়ের কাছ থেকেই আমরা প্রথম কথা বলতে শিখি। আর সেই ভাষাটা মায়েরই মুখের ভাষা।  
● বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, মায়ের মুখ থেকে শেখা ভাষা। আমরা মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমেই অক্ষরজ্ঞান লাভ করি। তাই এ ভাষা পড়তে গেলে মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। মায়ের মায়াবী মুখখানা চোখে ভেসে ওঠে। আলোচ্য চরণটিতে কবি এ বিষয়টিই বুঝিয়েছেন।
- গ. উদ্দীপকের 'তারা'— 'এই অক্ষরে' কবিতার অক্ষরের সাথে তুলনীয়।  
● বাংলা অক্ষর বাঙালির চিত্তকে আনন্দে ভরিয়ে দেয়। বাঙালিকে করে তোলে স্বপ্নমুখী। বাংলা অক্ষর বাঙালির চোখে দেখা দেয় মায়ের রূপ। কখনো তার চিত্তে বাজায় সুখের নূপুর।  
● উদ্দীপকের প্রথম চার চরণে বাংলা অক্ষরের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। তৃতীয় চরণে 'তারা' বলতে কবি বাংলা অক্ষরকে বুঝিয়েছেন। আর এ 'তারা' 'এই অক্ষরে' কবিতার অক্ষরের সাথে তুলনীয়। কারণ উদ্দীপকের চরণে বাংলা অক্ষরকে রক্ষার যে গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়েছে 'এই অক্ষরে' কবিতায়ও তাই। এর কারণ, বাংলা অক্ষর বাঙালির আত্মার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়-পর সবাইকে কাছে টানে।
- ঘ. উদ্দীপকের শেষ দুটি চরণে 'এই অক্ষরে' কবিতার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবার্থ ফুটে উঠেছে।— উক্তিটি যথার্থ।  
● এক সময়ে আমাদের এ দেশ পরাধীন ছিল। পাকিস্তানি শাসকেরা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করার সুযোগ থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছিল। কিন্তু তখনকার সচেতন বাঙালিরা এ অধিকার আদায় করে নেয়।  
● উদ্দীপকের শেষ দুই চরণে বলা হয়েছে, তোমার জন্য অর্থাৎ বাংলা ভাষার জন্য জয় করেছি একটি যুদ্ধ, পেয়েছি স্বাধীন দেশ। এর অর্থ হলো ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই আমরা সংগ্রাম করতে শিখেছি। আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করতে শিখেছি। 'এই অক্ষরে' কবিতার শেষ চরণে এ বক্তব্যই ফুটে উঠেছে। আর এ বক্তব্যই আলোচ্য কবিতার মূল বিষয়।  
● বাংলা অক্ষর বাঙালির বুকে সঞ্চার করে অব্যাহত আশা। বাংলা অক্ষরের শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বাঙালি স্বাধীন করেছে তার মাতৃভূমি। উদ্দীপকের শেষ চরণেও তা-ই ফুটে উঠেছে। সুতরাং আলোচ্য উক্তিটি যথার্থ।



## সৃজনশীল অংশ কমন উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর শিখি

### ১. মাস্টার ট্রেনার প্যানেল প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

উদ্দীপকের বিষয় : শহিদের চেতনায় উদ্দীপ্ত হৃদয়।

প্রশ্ন ২। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো, একুশে ফেব্রুয়ারি  
আমি কি ভুলিতে পারি।  
ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু  
গড়া এ ফেব্রুয়ারি।  
আমার সোনার দেশের  
রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি।

[তথ্যসূত্র : একুশের গান— আবদুল গাফফার চৌধুরী]

- ক. 'উপমা' শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. "শিখি তার কাছে অজানা যা আছে  
আনন্দে ডরে প্রাণ" — বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকটি 'এই অক্ষরে' কবিতার কোন দিকটিকে স্মরণ  
করিয়ে দেয়? ৩
- ঘ. উদ্দীপকটি 'এই অক্ষরে' কবিতার নিগূঢ় অর্থ বহন  
করে— তোমার মতামতের পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

#### ২নং প্রশ্নের উত্তর

ক. উপমা শব্দের অর্থ তুলনা।

খ. বাংলা ভাষার তাৎপর্যের দিকটি প্রমোদিত চরণে প্রকাশ পেয়েছে।

• বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা। আর এই ভাষা আমাদের কাছে শুধুই কথা বলার মাধ্যম অথবা ভাষার ব্যবহার অর্থে ভাষা নয়। এই ভাষা আমাদের সমগ্র জাতির জন্য বড় অর্জন। অনেক রক্তের বিনিময়ে আমরা আমাদের এই বাংলা ভাষাকে জয় করেছি। তাই আমরা যখন বাংলা ভাষা শিখি অথবা চর্চা করি, তখন ভাষা অর্জনের সামগ্রিক ইতিহাস আমরা জানতে পারি। যে বিষয়গুলো অনেকের কাছে অজানা থাকে, সেগুলোও জানা হয়ে যায় তখন। আর এই জ্ঞানার মাঝে আছে নিজেদের ভাষার মহিমা ও অজানা ইতিহাসকে জানার আনন্দ। আলোচ্য চরণে এই বিষয়টিই প্রকাশ পেয়েছে।

গ. উদ্দীপকটি 'এই অক্ষরে' কবিতার আমাদের বাংলা বর্ণ ও শব্দগুলোর গুরুত্বের দিকটি স্মরণ করিয়ে দেয়।

• পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ভাষা বিভিন্ন রকম। কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে কষ্টে অর্জিত ভাষা আমাদের বাংলা ভাষা। তাই এই ভাষা আমাদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি আমাদের ভাষা আমাদেরকে বিগত দিনের ইতিহাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

• উদ্দীপকে একুশে ফেব্রুয়ারির গান উপস্থাপিত হয়েছে। যে গানের মধ্য দিয়ে আমরা স্মরণ করি ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষার জন্য শহিদ হওয়া আমাদের দেশের দামাল ছেলেদের। যাদের কল্যাণে আমরা পেয়েছি আজকের বাংলা ভাষা। 'এই অক্ষরে' কবিতায় আমাদের বর্ণের মাহাত্ম্যের মধ্য দিয়ে আমাদের ভাষার গুরুত্ব প্রকাশ করা হয়েছে। আমাদের অক্ষরগুলো দূর আকাশ থেকে আমাদেরকে পাহারা দিচ্ছে। অর্থাৎ এখানে আমাদের ভাষাশহিদদের কথা ব্যক্ত হয়েছে। এছাড়াও কবিতায় যুদ্ধ জয় করার জন্য ভাষা আন্দোলনের অবদানের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'এই অক্ষরে' কবিতার আমাদের বর্ণ ও শব্দগুলোর গুরুত্বের দিকটি স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ. উদ্দীপকটি 'এই অক্ষরে' কবিতার নিগূঢ় অর্থ বহন করে— মন্তব্যটি যথার্থ।

• আমাদের ভাষা আমাদের অহংকার। কারণ এ ভাষা প্রাণের বিনিময়ে, রক্তের বিনিময়ে অর্জন করতে হয়েছে। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই নিজেদের ভাষার প্রতি যত্নশীল ও সচেতন হওয়া উচিত। অন্যথায় এর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে।

• উদ্দীপকে একুশে ফেব্রুয়ারির গানের মধ্য দিয়ে ভাষাশহিদদের স্মরণ করা হয়েছে। বহু কষ্টে, বহু সংগ্রাম-আন্দোলন করে অর্জিত ভাষার গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। ১৯৫২ সালে রক্তের বিনিময়ে বাংলা ভাষাকে আপন

করে নেওয়ার দাবির কথা বলা হয়েছে উদ্দীপকের মধ্য দিয়ে। 'এই অক্ষরে' কবিতায় আমাদের বাংলা অক্ষরগুলোর গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের অক্ষরগুলো আমাদেরকে মায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। বাঙালিকে নতুন সংগ্রামের স্বপ্ন দেখায়। অক্ষরগুলো আমাদের মিলিত সত্তার শ্রেষ্ঠ উৎস। অর্থাৎ আমাদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ফল বাংলা এই অক্ষরগুলো। বাংলা অক্ষর ও বাংলা ভাষার প্রতি এই শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশের একমাত্র কারণ ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন।

• উদ্দীপকের মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলনের দিকটি ব্যক্ত হয়েছে। 'এই অক্ষরে' কবিতার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা ও বর্ণের প্রতি শ্রদ্ধার দিকটি ফুটে উঠেছে। বাংলা ভাষা ও বর্ণের প্রতি শ্রদ্ধার দিকটির পূর্বের ইতিহাস ও নিগূঢ় অর্থ প্রকাশিত হয়েছে উদ্দীপকের মধ্য দিয়ে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'এই অক্ষরে' কবিতার নিগূঢ় অর্থ বহন করে।

উদ্দীপকের বিষয় : নিজের ভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ ও ভালোবাসা।

প্রশ্ন ৩। নানান দেশের নানান ভাষা

বিনে স্বদেশী ভাষা,  
পূরে কি আশা?  
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর  
ধারাজল বিনে কড়  
ঘুচে কি তৃষা?

[তথ্যসূত্র : স্বদেশী ভাষা— রামনিধি গুপ্ত]

- ক. 'নির্ব্যর' শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. বাংলা অক্ষরকে ঝরনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকটি 'এই অক্ষরে' কবিতার কোন দিকটিকে  
প্রকাশ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকটি 'এই অক্ষরে' কবিতার মূলভাবকে ধারণ  
করেছে— মন্তব্যটি যাচাই কর। ৪

#### ৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. 'নির্ব্যর' শব্দের অর্থ ঝরনা।

খ. বাংলা ভাষা অবিরাম ছুটে চলে বলেই বাংলা অক্ষরকে ঝরনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

• অনেক কাল আগে থেকেই আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি। অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলা ভাষা অবিরাম গতিতে ছুটে চলেছে। আর মাতৃভাষার মাধ্যমেই আমরা বর্তমান থেকে ছুটে যাচ্ছি ভবিষ্যতের দিকে। এই গতিময়তায় কোনো বিরাম নেই। যেন ঝরনাধারার মতো এই অক্ষর ছুটে ছুটে চলেছে। এ কারণেই বাংলা অক্ষরকে ঝরনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

গ. উদ্দীপকটি 'এই অক্ষরে' কবিতার ভাষার প্রতি ভালোবাসার দিকটিকে প্রকাশ করেছে।

• আমাদের মাতৃভাষা আমাদের প্রাণ। এই ভাষাকে রক্ষা করতে আমাদের দেশের সোনার ছেলেরা প্রাণ দিয়েছেন। আমাদের ভাষাকে তাঁরা জীবনের চেয়েও বেশি দামি প্রমাণ করেছেন। তাই এই ভাষার প্রতি আমাদের আরও আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন।

• উদ্দীপকে নিজের ভাষার প্রতি ভালোবাসার দিকটি দেখানো হয়েছে। স্বদেশী ভাষায় কথা বলেই কেবল আমরা শান্তি পাই। নিজের দেশ, নিজের ভাষার প্রতি আমাদের অমোঘ ভালোবাসার বিষয়টি উদ্দীপকে বিদ্যমান। 'এই অক্ষরে' কবিতায় আমাদের ভাষার সঙ্গে আমাদের প্রাণের টানের কথা ব্যক্ত হয়েছে। আমাদের ভাষা আমাদের বুকে ভালোবাসার সঞ্চার ঘটায়, আমাদেরকে আনন্দিত করে তোলে। আপন অস্তিত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'এই অক্ষরে' কবিতার ভাষার প্রতি ভালোবাসার দিকটি প্রকাশ করেছে।